গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৭ আগস্ট, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

আর পি এফ-এর দ্বারা নারী ধর্ষণ

সর্বাত্মক বন্‌ধ করলেন বসিরহাটের মানুষ

গত ১৭ আগস্ট গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ স্টেশনে এক মহিলাকে স্টেশনের অতিথিশালা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ট্রেনের কামরায় ধর্ষণ করে রেলরক্ষী বাহিনীর এক জওয়ান, অপর এক জওয়ান মহিলার স্বামী ও পুত্রদের বন্দুকের নল উঁচিয়ে আটকে রাখে। এই জঘন্য ও বর্বর ঘটনা জানতে পেরে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে স্থানীয় মানুষ। ভোর থেকেই রেলবস্তি ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকার মানুষ রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অবরোধ হয় টাকি রোডেও। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় এস ডি পি ও সহ বিশাল পুলিশ ও আরপিএফ বাহিনী। অবরোধ চলে দুপুর পর্যন্ত।

হাসনাবাদ ও বসিরহাটের সর্বত্র মানুষের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, আরও জোরালো প্রতিবাদের দাবি উঠতে থাকে। সাধারণ মানুষের মনের এই যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়ে পৈশাচিক ঘটনার সাথে যুক্ত রেলপুলিশের অন্যান্য কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ২০ আগস্ট বসিরহাট মহকুমা বন্‌ধের ডাক দেয় এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি। ১৯ আগস্ট বনধের সমর্থনে বসিরহাট, হাসনাবাদের সর্বত্র ব্যাপক প্রচার, স্থানে স্থানে পথঅবরোধ ও মোড়ে মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দাবি ওঠে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে এবং অসামাজিক কাজকর্ম ও নোংরা সিনেমা-ব্লুফিল্ম বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে হাসনাবাদে যাত্রীনিবাস গড়ে তোলার দাবিও তোলে সাধারণ মানুষ। স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল থেকে বনধ বানচাল করার অপচেষ্টা হলেও ক্ষুব্ধ মানুষ দোষী পুলিশদের কঠোর শাস্তি এবং এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ সহ নানান দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বন্‌ধে সামিল হন। হাসনাবাদ, বসিরহাট, টাকি, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া সর্বত্র ২০ আগস্ট বন্‌ধে ব্যাপক সাড়া পড়ে। বন্‌ধের প্রচার করার সময় এস ইউ সি আই কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে সাধারণ মানুষ বলেন, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্য সব দল যখন নীরব হয়ে আছে, তখন আপনারাই এগিয়ে এসেছেন।' দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল বলেন, একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হলেও অন্যান্য অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাদেরও গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক

দুয়ের পাতায় দেখুন

আর পি এফ-এর দ্বারা নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে বারাসাত আর পি এফ ইন্সপেক্টরের অফিসের সামনে ২০ আগস্ট মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ। *ছবি ঃ হিন্দুস্থান টাইমস*

পেট্রল ডিজেলে সকল কর প্রত্যাহার করতে হবে

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ আগস্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"পেট্রল ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি ও উৎপাদন শুল্কে যে সামান্য ছাড় ঘোষণা করেছে তার দ্বারা জনসাধারণের কোন সুবিধা হবে না, এই হ্রাস অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং প্রসাধনী প্রলেপ ছাড়া কিছু নয়।

সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারও রাজ্যের কর বাড়াচ্ছে এবং বর্তমানে পেট্রলের উপর ২৫ শতাংশ ও ডিজেলের উপর ১৭ শতাংশ কর ও লিটারে ১ টাকা হারে সেস আদায় করছে যা অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশি।

আমরা পেট্রল ডিজেলের উপর কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত কর প্রত্যাহারের এবং খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে মূল্যহ্রাস নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল উপলক্ষে আমেরিকায় প্রচারিত পোস্টার

যুদ্ধাপরাধী জর্জ বুশের বিচার হচ্ছে নিউইয়র্কের গণআদালতে।

এই উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে আয়োজিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী

বিদ্যুৎ মাশুল

সুপ্রিম কোর্টে অ্যাবেকার লড়াই

সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গত ১০, ১১ ও ১২ আগস্ট বিদ্যুৎ মাশুলের পৃথকীকরণ ও পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নিয়ে শুনানি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ১ আগস্ট '০৩ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আইনের ২৯(৩) ধারা অনুযায়ী মাশুল নির্ধারণে পৃথকীকরণ থাকবে এবং এর সাথে পারস্পরিক ভর্তুকির বিষয়টি জড়িত নয় বলে যে রায় দিয়েছিলেন, কিছু বৃহৎ শিল্প সংস্থা সেই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে। সেই শুনানিতে অংশ নিয়ে অ্যাবেকার আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র এবং সঞ্জীব সেন বলেন যে, কলকাতা হাইকোর্টের রায় যথাযথ হয়েছে, ২৯(৩) ধারায় যে পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে, তা বাধ্যতামূলক। এর সাথে পারস্পরিক ভর্তুকির কোন সম্পর্ক নেই।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পাতিল ও ধর্মাধিকারী বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আরও বড় বেঞ্চে শুনানি করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে উপরোক্ত রায়ের ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত মাশুল ও বকেয়া আদায় স্থগিত রাখার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

নিউইয়র্কের গণআদালতের প্রতি সংহতি জানিয়ে ২৭ আগস্ট কলকাতায় মিছিল

দক্ষিণ দিনাজপুর

বকেয়া স্টাইপেন্ডের দাবি মানল প্রশাসন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ৩৬টিরও বেশি বিদ্যালয়ের এস সি/এস টি ছাত্রছাত্রীরা দু'বছর ধরে স্টাইপেন্ডের টাকা পাচ্ছে না। গত ২৩ জুলাই জেলাশাসক ৭ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেননি। ফলে ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৮ আগস্ট অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে জেলাশাসকের অফিসের সামনে ধর্নায় বসে। ঐ অবস্থান থেকে এ আই ডি এস ও'র জেলা সভানেত্রী কমরেড কাকলি মহন্তর নেতৃত্বে ১৫ জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিলে এডিএম প্রোজেক্ট অফিসারকে ডেকে এস সি/এস টি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড (মেনটেনান্স) বাবদ প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। এবং স্টাইপেন্ডের মধ্যে প্রাপ্য বুক গ্র্যান্টসহ অন্যান্য টাকার ব্যাপারে সরকারকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। আন্দোলনের জয়ে এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডি এস ও সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

বীরভূম

বকেয়া স্টাইপেন্ড মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করল ছাত্ররা

বীরভূম জেলার স্কুল, কলেজ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বকেয়া দু'বছরের স্টাইপেন্ড না পাওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রী টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই বকেয়া স্টাইপেন্ড অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার দাবিতে এ আই ডি এস ও বীরভূম জেলা কমিটির নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা ১৮ আগস্ট জেলাশাসক অফিস অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অবশেষে জেলাশাসক ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে অবিলম্বে স্টাইপেন্ড মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসকের নিয়মিত উপস্থিতির দাবি

সিউড়ি সদর হাসপাতালের সকল বিভাগে ডাক্তারদের নিয়মিত হাজিরা, কুকুরে কামড়ানো ও সাপে কাটার ওষুধ নিয়মিত সরবরাহ, রক্ত মল মূত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে রোগীদের হয়রানি বন্ধ করা ও প্রয়োজনীয় অপারেশনের দ্রুত ব্যবস্থা করার দাবিতে জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক মানস সিংহের নেতৃত্বে ১৮ আগস্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ইংরেজিতে গণফেলের তদন্ত দাবি

এবছর গোটা রাজ্যেই উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ব্যাপক ফেলের ঘটনা ঘটেছে। এই চিত্র বীরভূম জেলাতেও। ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বিষয়ে ভালো নম্বর পেলেও, এমনকী এগ্রিগেটে ৫০০ থেকে ৬০০ থাকলেও ইংরেজিতে ফেল করার ঘটনা ছাত্র-অভিভাবকদের খুবই হতাশ করেছে।

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ২০ বছর ধরে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেয়, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও ইংরেজি ভালো না শিখিয়ে, সরকারি ভ্রান্ত ভাষাশিক্ষানীতিকে আড়াল করার জন্য ইংরেজিতে 'গ্রেস নম্বর' দেওয়ার প্রথা চালু করে। এ বছর ঐ গ্রেস প্রথা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্নপত্র করা হয় কঠিন, পাশাপাশি উত্তরপত্র যেরকম সুবিবেচনার সাথে দেখা দরকার ছিল, তাও দেখা হয়নি। শিক্ষা পরিচালন কর্তৃপক্ষের এমন দায়িত্বহীন আচরণের প্রতিবাদে, ঘটনার তদন্ত ও উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বীরভূম জেলা এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে এক ছাত্র মিছিল ১৮ আগস্ট সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে, পিডব্লুডি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। প্রশাসনের তরফে অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের দাবি উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পাট্টা দেওয়ার দাবিতে জয়নগরে বিক্ষোভ

জয়নগর ২নং ব্লকের দুই হাজারেরও বেশি গরিব চাষী ও ভূমিহীন খেতমজুর গত ১৭ আগস্ট স্থানীয় বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে প্রবল বিক্ষোভে সামিল হন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এস ইউ সি আই এবং কে কে এম এস-এর ডাকে এই বিক্ষোভ ছিল পাট্টাপ্রাপক চাষীদের ক্রমাগত হয়রানির প্রতিবাদে।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিরা বলেন, ভূমিসংস্কার আধিকারিকের দপ্তরে জনস্বার্থের কাজ ফেলে রাখা হচ্ছে, দূর-দূরান্ত থেকে চাষীরা এসে চরম হয়রানির মধ্যে পড়ছেন। তাঁরা গ্রাম মৌজা ধরে ধরে নির্দিষ্টভাবে দেখান যে, সরকারি খাস জমি বিলিবণ্টনের বিষয়টিকে গুরুত্বহীনভাবে দেখা হচ্ছে। ৮নং রেজিস্টারে যে জমি সরকারি খাস দেখানো হয়েছে, সেই জমিই সরকারি দলিলে মালিকের নামে রায়ত স্বত্ব বলে লিপিবদ্ধ করা আছে। হাইকোর্ট বা অন্য কোর্টের রায় অনুসারে যেসব আবেদন করা হয়েছে তা ফেলে রাখা হয়েছে। কোর্টের আদেশ কার্যকর করা হয়নি। ন্যায্য পাট্টাপ্রাপকদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে না। বর্গা কেসগুলি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। এল আর পর্চা এবং ইনফরমেশন দরখাস্ত দিয়ে দীর্ঘদিন চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না, এমনকী সার্টিফায়েড কপি পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একদিনের মধ্যেই এগুলি দিয়ে দিতে পারছে অফিস। মৌজাভিত্তিক খাস জমির কতটা পাট্টা দেওয়া হয়েছে, কতটা বিলি বাকি তার কোন হিসাব অফিসে নেই। এইসব সমস্যা সংক্রান্ত ১৬ দফা দাবি নিয়ে প্রতিনিধিদের সাথে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিডিও, এস ডি এল অ্যান্ড এল আর ও এবং বি এল অ্যান্ড এল আর ও প্রতিশ্রুতি দেন এক সপ্তাহের মধ্যে পাট্টা বিলি করবেন।

এই বিক্ষোভ জমায়েতে রাজ্য সরকারের কৃষক ও খেতমজুর স্বার্থবিরোধী কাজের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন কমরেডস ওহাব হালদার, গোবিন্দ হালদার, গোবিন্দ আহেরি, জয়কৃষ্ণ হালদার ও আনসার সেখ।

রাধাকান্তপুরে সিপিএম-এর হামলা

হাইকোর্টের অর্ডার অমান্য করে ওসি, সিআই, বিডিও দাঁড়িয়ে থেকে গত ১৬ জুলাই তুলসী মাঝির জমির ওপর দিয়ে জোর করে রাস্তা তৈরি করিয়ে দেন। রায়দিঘী থানার রাধাকান্তপুর অঞ্চলের ভদ্রপাড়া গ্রামের তুলসীবাবুর অপরাধ তিনি এস ইউ সি আইয়ের সমর্থক। আর যার জন্য এই বিশাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেই সুকেশ বৈদ্য সিপিএম দলের কর্মী। এই বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ডায়মন্ডহারবারের এস ডি জে এম ২৩ আগস্ট একটি অর্ডার দেন। উক্ত অর্ডারে সুকেশ বৈদ্যকে রাস্তার মাটি সরিয়ে নিতে বলা হয়। এই কাজে তুলসী মাঝিকে সহযোগিতা করার জন্য রায়দিঘী থানার ওসি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওসি অর্ডারের কপি হাতে হাতে নিতে অস্বীকার করেন। পরে তুলসীবাবু তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ওসি এ কাজে সহযোগিতা না করায় উকিলের পরামর্শে তুলসীবাবু ১৬ আগস্ট উপরোক্ত রাস্তার মাটি সরিয়ে দেন। ঐ দিনই মন্দিরবাজার সিআই-এর নেতৃত্বে রায়দিঘী থানার পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী সিপিএম সমাজবিরোধীদের নিয়ে পুনরায় রাস্তা তৈরি করতে এলে তুলসীবাবুর পরিবারের মহিলারা বাধা দেন। পুলিশের সামনেই সিপিএম সমাজবিরোধীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিলাদের প্রচণ্ড মারধর করে। এই আক্রমণে গুরুতর আহত হন কানন মাঝি, সন্ধ্যা হালদার এবং চঞ্চলা হালদার। তাঁদের রায়দিঘী হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সিপিএম সমাজবিরোধীদের এই হামলার ঘটনায় এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ। বুদ্ধদেববাবুরা বলেন আইন নিজের পথে চলবে। এই কি তার নমুনা?

পরিচারিকাদের ক্ষুদিরাম স্মরণ

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল শহীদ ক্ষুদিরাম দিবস।

হুগলি জেলার পক্ষ থেকে লিলুয়া স্টেশনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও স্মারকব্যাজ পরিধানের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন ১১ আগস্ট উদ্‌যাপন করেন পরিচারিকারা। সেখানে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষে লিলি কুণ্ডু।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর স্টেশনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। বিকালে সোনারপুরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমবেত পরিচারিকাদের সামনে বক্তব্য রাখেন কুমার চৌধুরী, পার্বতী পাল ও রাধা মিত্র। সভা পরিচালনা করেন মৌসুমী হাটি। সমগ্র কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন বাবলু হালদার ও কুতুবুদ্দিন নস্কর।

মথুরাপুরে শহীদবেদীতে মাল্যদান ও ব্যাজ পরানোর মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল।

১৬ আগস্ট কলকাতার সল্টলেকে পরিচারিকাদের উদ্যোগে ঘরোয়া সভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভানেত্রী পার্বতী পাল।

বসিরহাট বন্‌ধ

একের পাতার পর

শাস্তির দাবিতে এই আন্দোলন তথা বন্‌ধ। বন্‌ধ সফল করার জন্য তিনি জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

এই দিনই বারাসত আরপিএফ দপ্তরে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। বারাসত স্টেশনে অপেক্ষমান যাত্রীরাও এই বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ শেষে এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড শিবানী হালদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষী পুলিশ কর্মীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, রেলযাত্রী মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং স্টেশন চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপ ও মদ-জুয়া-সাট্টার ঘাঁটি বন্ধ করার দাবিতে আরপিএফ দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। পরে এক বিশাল মহিলা মিছিল বারাসত শহর পরিক্রমা করে।

উর্দুমাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের বিশাল মিছিল

উপযুক্ত সংখ্যক উর্দুমাধ্যম স্কুল কলেজ, মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্র, কলেজগুলিতে উর্দু বিভাগ খোলার দাবিতে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটির আহ্বানে ২১ আগস্ট কলকাতায় বিশাল মিছিল।

অর্জুনের কণ্ঠে যোশীর প্রতিধ্বনি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষশাস্ত্রের পাঠ অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পূর্বসূরী মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ভূতপূর্ব মন্ত্রী বিজেপি'র মুরলী মনোহর যোশী উচ্চশিক্ষার সিলেবাসে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। শিক্ষায় উৎকট ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষের অনুপ্রবেশ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রবক্তা যোশীজির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সিপিএমের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ধর্মনিরপেক্ষ(!) অর্জুন সিং-এর দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা ও সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

অর্জুন সিং-এর অভিমত —জ্যোতিষশাস্ত্র থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং জ্যোতিষশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান। শিক্ষায় অনেক বিষয়ই তো পড়ানো হয়, তাই যারা ইচ্ছুক তাদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের পাঠ অব্যাহত থাকুক এবং আমরা সকলেই তো ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শুভক্ষণ দেখে দিনক্ষণ ধার্য করে নানা ক্রিয়াকর্ম করি, তাহলে ভণ্ডামির প্রয়োজন কী ইত্যাদি ইত্যাদি। যোশীজির সাম্প্রদায়িকতার সাথে অর্জুন সিং-এর ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে প্রায় নেই বললেই চলে। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবর্তনের পক্ষে যোশীজিও এইসব যুক্তিরই অবতারণা করেছিলেন।

আজকের দিনে সাধারণভাবে বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহুল অগ্রগতির যুগে যারা বলে জ্যোতিষশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান, তারা হয় নিরেট অজ্ঞ অথবা চরম মতলববাজ। বিজ্ঞান মানে হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা তথ্যনির্ভর, সূত্রবদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিজ্ঞানের এই যাচাই-এর কষ্টিপাথরে কোনমতেই ধোপে টেকে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি অন্ধ বিশ্বাস। তাই দুনিয়ার বিজ্ঞানজগতের তাবৎ দিকপালরা তো বটেই, বিশ্বের এবং এদেশের আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রবর্তক জ্ঞানজগতের মহান মনীষীরাসহ যথার্থ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা একে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রের সামান্যতম সংযোগও নেই। উভয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীতে। তাই তাকে অবিজ্ঞান বলাটাও ভুল — এ হচ্ছে অবিদ্যা, তামসবিদ্যা। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করে নিজের জাত চিনিয়েছেন, তিনি যে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যথার্থ একটি 'মহামূল্যবান সম্পদ' নিঃসন্দেহে তা প্রতিপন্ন করেছেন।

মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী তাঁর পূর্বসুরী মুরলীমনোহর যোশীর অনুকরণেই বলছেন, যারা পড়তে চায় তাদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ্য থাকুক। এই যুক্তিতেই যোশীজি পৌরোহিত্য ও বাস্তুশাস্ত্রকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চশিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বতো প্রচেষ্টা করেছিলেন। এটাই কি প্রক্রিয়া? আগামী দিনে অর্জুন সিং অপেক্ষাও প্রবলতর ধর্মনিরপেক্ষ(!) কেউ মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে যদি ওঝাতন্ত্র, মারণ-উচাটন, কুহকবিদ্যা ইত্যাদিকে পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়? দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা করের টাকায় এ সমস্তকেই কি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে রাখা হবে? ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের ইচ্ছাই কি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? যেমন ক্ষমতাসীন হয়েই পূর্বতন মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে আই সি এইচ আর, এন সি ই আর টি-র মত সরকারি শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলির মাথায় বসিয়েছিলেন রাজপুত, গোয়েল, হরিওমদের মত তাদের পছন্দসই মানুষদের। যাদের সংঘ পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা সন্দেহাতীত হলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্নচিহ্ন ছিলই। এই সমস্ত কৃতবিদ্য পুরুষদের দিয়েই মিথ্যা তথ্য, উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিকৃতি ও অসহিষ্ণু ধর্মান্ধতা দিয়ে রচিত হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক। এর বিরুদ্ধে জেহাদের নাম করে যোশীর প্রদর্শিত পথেই অর্জুন সিং নিজের মনোমত লোক নিয়োগ করে গোটা শিক্ষাদপ্তরকেই নিজের বশংবদ বানানোর উদ্যোগ শুরু করেছেন। এই কি গণতান্ত্রিক রীতি? এর সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কোথায়?

মন্ত্রীর না জানা থাকলেও এটা সত্য যে, আধুনিক শিক্ষার গড়ে ওঠার একটা সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে এবং শিক্ষা পরিচালনারও একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের যুগে চার্চ ও যাজকতন্ত্রের কুসংস্কার, ধর্মান্ধ-কূপমণ্ডুক চিন্তার আবর্জনা থেকে সামাজিক মনন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্ত করার পথেই সেকুলার গণতান্ত্রিক শিক্ষার উদ্ভব। অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির পথেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শিক্ষায় ধর্মের বা ধর্মীয় চিন্তার কোন স্থান নেই। এদেশেরও নবজাগরণের সমস্ত মনীষী — রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস সকলেই শিক্ষায় ধর্মের অনুপ্রবেশের তীব্র বিরুদ্ধতা করেছেন। সকলেই শিক্ষাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। শিক্ষার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ও অধিকার থাকবে ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে — এই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবি। এটাই আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্বীকৃত মূল ধারণা। শিক্ষায় জ্যোতিষশাস্ত্র চালু করা এই মূল ধারণার বিরোধী।

জ্যোতিষশাস্ত্র চালু রাখার সপক্ষে বলতে গিয়ে অর্জুন সিং বলেছেন 'আমরা তো ব্যক্তিজীবনে শুভক্ষণ দেখেই কাজকর্ম করি তাহলে আর ভণ্ডামি করার কী দরকার?' আপাতদৃষ্টিতে খুবই সরল ও সৎ বক্তব্য। কিন্তু সততা প্রদর্শনের যে পরাকাষ্ঠা মন্ত্রী মহোদয় দেখিয়েছেন তার আড়ালেই আছে মারাত্মক প্রতারণা। বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার এই ভেক ধারণ অর্জুন সিং এবং তার দল কংগ্রেসের একটা শঠতাপূর্ণ চাল। ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা তোলাই যার একমাত্র লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে শিক্ষার সিলেবাসে ধীরে ধীরে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনন জগতে কুসংস্কার তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার সূচনা তাঁরাই করেছিলেন। '৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষায় মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের খোলাখুলি অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন কংগ্রেসেরই অত্যন্ত পূজ্যপাদ প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধী। তাই মুরলী মনোহর যোশী বা অর্জুন সিং নয়, বিজেপি বা কংগ্রেস নয় — শিক্ষার মর্মবস্তু চরিত্রগঠন, বৈজ্ঞানিক মনন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টিকে যে কোন মূল্যে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর। শোষণ-জুলুম-অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মন ও চরিত্র তাদের কাছে সমূহ বিপদ, মহা আতঙ্ক। মালিকশ্রেণীর বাধাবন্ধহীন শাসন-শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, অজ্ঞতা, অদৃষ্টবাদ তাদের চাই। মালিকশ্রেণীর এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে একান্ত দায়বদ্ধ ও বাধ্য তাদের মুখপাত্র এই সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতা-মন্ত্রীরা।

এই অর্জুন সিং ও তার দল কংগ্রেসকে মহাধর্মনিরপেক্ষ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিল কমিউনিস্ট বলে পরিচিত সিপিআই(এম) দল। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে পরিকল্পিতভাবে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্রষ্টা এই কংগ্রেস। সে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের পরিণতিতে বাবরি মসজিদের মত একটি ঐতিহাসিক সৌধের বিলুপ্তি। তারও বীজ রোপন, প্রতিপালন ও দায় স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনের উপর বর্তায়। না হলে কংগ্রেস শাসনের অভ্যন্তর থেকে বিজেপির উত্থান ঘটল কী করে?

দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী মানুষেরা জ্যোতিষশাস্ত্র চালু রাখার ফতোয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার। 'বন্ধু সরকারের' এই সিদ্ধান্তে আপাতদৃষ্টিতে সিপিআই(এম)-কে একটু বেসামাল ও বিব্রত মনে হলেও অচিরেই তারা অজুহাত খুঁজে নেবে। কখনও কংগ্রেস, কখনও জনতা, কখনও বিজেপি, কখনও লালুপ্রসাদ, মুলায়ম, জয়ললিতা, চন্দ্রবাবু নাইডু — কেন্দ্র-রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে-গোপনে সখ্যতা ও যোগসাজস সিপিএম রাজনীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সময় বুঝে বন্ধু পরিবর্তনের এই চক্র দীর্ঘদিন চলছে, আগামীতেও চলবে। এই মুহূর্তে দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক ও জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্য প্রয়োজন 'আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র চালু রাখার এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি' শীর্ষক একটি বিবৃতি বা একটু নাটুকে লড়াই। কারণ 'কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন হতে না দেওয়ার' দাসখত তো দেওয়াই আছে।

আর এক ধর্মনিরপেক্ষ মুলায়ম সিং

অর্জুন সিংয়ের সাথে মুরলী মনোহর যোশীর মানসিক ঘনিষ্ঠতাই একমাত্র খবর নয়। সিপিএমের ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের এক নম্বর লড়াকু উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং একেবারে সরাসরি বিজেপির হাত ধরে ফেলেছেন। ঐ রাজ্যের দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ''ভারতের বিরাট ইতিহাস'' নামক বইয়ের সংশোধিত আধুনিক সংস্করণে 'অযোধ্যা' শীর্ষক অধ্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জানানো হয়েছে যে, ''বাবরি মসজিদের স্থানে শত শত বৎসর ধরে একটি রামমন্দির ছিল এবং ওটাই রামের জন্মস্থান। বাবর ঐ মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করেন যেটিরও পতন হয়েছে।'' সকলেই জানেন, রামের জন্মস্থানের ধূয়া তুলেই আর এস এস-বিজেপি বাহিনী বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল। মসজিদ না মন্দির এই বিতর্ক শেষপর্যন্ত আদালতে গড়িয়েছে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এখনও এ ব্যাপারে রায় দেয়নি। তার আগেই ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য বিকৃত করে মুলায়ম সিং সরকার পরম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপির প্রতি। এহেন মুলায়ম ধর্মনিরপেক্ষ! কী বলেন সিপিএম নেতৃত্ব! (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ৫-৮-০৪)।

শিল্পধর্মঘটের প্রস্তাব দিল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার যেভাবে শ্রমজীবী মানুষের উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে নামার প্রস্তাব দিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত ১৬ আগস্ট সিটু, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ প্রমুখ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সাধারণ সম্পাদকদের একটি চিঠি দিয়েছেন।

ঐ চিঠিতে কমরেড তাপস দত্ত বলেছেন, যে ৮ দফা দাবি ও শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন ও ধর্মঘট করে এসেছি, সেই দাবিপত্রই আমরা গত ২৬ মে বর্তমান ইউপিএ সরকারের শ্রমমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়ে বলেছিলাম যে, এই সরকার আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এনডিএ সরকারের ভুলগুলি সংশোধন করুক এবং দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাক। কিন্তু আমরা সকলেই দেখছি, আমাদের ঐ দাবিপত্রকে নস্যাৎ করে বর্তমান সরকার এনডিএ'র মতোই জনগণ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর উপর একের পর এক ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছে। সর্বশেষ নিদর্শন হল প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ বিজেপি সরকার যতটা কমিয়েছিল, তার চেয়েও কমিয়ে দেওয়া। ট্রেড ইউনিয়নগুলির যেখানে দাবি ছিল সুদ ৯.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হোক, বর্তমান সরকার সেই দাবি গ্রাহ্য না করে উল্টে সুদ আরও ১ শতাংশ কমিয়ে ৮.৫ শতাংশ করে দিয়েছে — যা বিভিন্ন পি-এফ প্রকল্পে যুক্ত কোটি কোটি শ্রমিকদের ব্যাপক ক্ষতি করবে। এই প্রক্রিয়াকে এখনই রোধ না করা গেলে, ভবিষ্যতে সকল সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পকেই প্রহসনে পরিণত করা হবে।

এই পটভূমিতেই ২০ আগস্ট জাতীয় দাবি দিবস পালনের ধারাবাহিকতায় ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী। তারা এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে দেশব্যাপী একদিনের শিল্প ধর্মঘট ডাকার জন্যও প্রস্তাব রেখেছে। শুধু পি এফ-এ ১২% সুদের দাবিই নয়, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলির সকল অনাদায়ী ঋণ ও কর আদায় করা, শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরির উপর আক্রমণ বন্ধ করা ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, এবং বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ ও বিদেশি পুঁজি ও মাল্টিন্যাশনালদের প্রবেশ বন্ধ করার দাবিও তোলা হয়েছে।

একদিনের শিল্পধর্মঘটের দিনসহ অন্যান্য কর্মসূচি স্থির করার জন্য অবিলম্বে যুক্ত বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা করতে সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়েছেন কমরেড তাপস দত্ত।

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন

বিহার

১২ আগস্ট পাটনা শহরের আই এম এ হলে সর্বহারার মহান নেতা, এযুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর। কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলের স্টাফ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর এবং রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণ সিং। প্রথমেই বন্যাপীড়িতদের রিলিফের কাজ করতে গিয়ে দলের মজঃফরপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রামবাহাদুর রায়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড অরুণ সিং। তারপর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভার প্রধানবক্তা কমরেড রণজিৎ ধর তাঁর ভাষণে বলেন, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ তো হয়ইনি, বরং কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-চাকুরি-স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রে জনজীবনে সমস্যা ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে দল বা জোটই

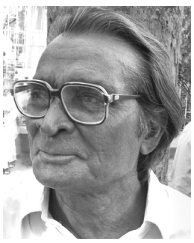

সরকারি ক্ষমতায় যাক না কেন অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তির অভ্রান্ত পথনির্দেশ সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। আর তিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন লেনিনবাদী পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট বিশেষ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত সঠিক সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আইকে। পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে মহান মার্কসের যে শিক্ষাটি তিনি নিজের জীবনে এবং দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের জীবনে নিরলসভাবে প্রয়োগের সংগ্রাম করে গিয়েছেন, তা হচ্ছে যারা সমাজকে পরিবর্তন করবে, আগে তাদের নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে তাদের নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। নাহলে শুধুমাত্র নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংগ্রামের দ্বারা তাঁরা সর্বহারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সত্যকে কঠোরভাবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি বর্তমান চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে সর্বহারা সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর জীবনের বিশেষ গুণ ছিল জীবনে যা তিনি সত্য হিসাবে উপলব্ধি করেছেন তাকে আপসহীনভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আজ তাঁর স্মরণসভা পালন করতে গিয়ে আমাদের প্রত্যেককে বিচার করে দেখতে হবে, তাঁর নির্দেশিত পথে আমরা আমাদের জীবনে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে কতটা সফল হতে পেরেছি এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের নিজের ভূমিকা কতটা পালন করতে পেরেছি। এই বিচারের ভিত্তিতে আমরা যদি একদিকে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন, অন্যদিকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে গণ-আন্দোলনগুলি শক্তিশালী করার সংগ্রামকে তীব্রতর করতে পারি তবেই তাঁর প্রতি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাতে পারি। তিনি তাঁর ভাষণে বিহারের বন্যাপীড়িত মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা এবং এ ব্যাপারে পূর্বতন ও বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির চূড়ান্ত অবহেলা ও অমানবিক আচরণের উল্লেখ করে এই সমস্যার সমাধানে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর সভাপতির ভাষণে বলেন, আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, ভারতে এস ইউ সি আই-ই একমাত্র সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি, যার নেতৃত্বে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার পথেই জনজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন, বিহারে যেখানে বন্যায় হাজার হাজার লোক মারা গেছে, বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকার শহরে প্রচার মাধ্যমে ক্রমাগত মিথ্যাপ্রচার করে চলেছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ত্রাণের অভাবে মানুষ এখনও অনাহারে, রোগে পশুর মতো মরছে, অথচ সরকারের মন্ত্রী, অফিসার, ঠিকাদার, ব্যবসায়ীরা টাকা লুঠতে ব্যস্ত।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

মধ্যপ্রদেশ

সর্বহারার মহান শিক্ষক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় জবলপুরে ১১ আগস্ট। মহান নেতা এঙ্গেলস-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভার প্রধান বক্তা দলের বিশিষ্ট সংগঠক এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ইউ পি বিশ্বাস। কমরেড সমাজপতি তাঁর বক্তব্যে এঙ্গেলস-এর জীবনের নানা ঘটনা উল্লেখ করে দেখান যে, অহং থেকে মুক্ত না হলে কমিউনিস্ট নেতা হওয়া যায় না। আমাদের জীবনে এই সংগ্রাম পরিচালনা করেই আমরা এঙ্গেলস-এর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারি।

জবলপুরের পার্টি কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন, কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মহান নেতার স্মরণদিবস পালনের কর্মসূচির সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন দলের মধ্যপ্রদেশ সংগঠনী কমিটির সংযোজক কমরেড ইউ পি বিশ্বাস। ওই দিন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের টেপ রেকর্ড করা ভাষণ শোনানো হয়। সভা পরিচালনা করেন কমরেড ভবানী ঘোষ।

মহারাষ্ট্র

বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর পথপ্রদর্শক এঙ্গেলস ও সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস ৫ আগস্টে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় নাগপুরের রাষ্ট্রভাষা ভবনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বামনরাওজী। সভার প্রধানবক্তা ছিলেন কমরেড দীপঙ্কর রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের নাগপুর শাখার সম্পাদক কমরেড মাধব ভোগে এবং পাপডকর গুরুজী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কমরেড রামদাস গোডবোলে। সভায় মহিলা, যুবক ও ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ছত্তিশগড়

সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা দুর্গ্-এ অনুষ্ঠিত হয় গত ১০ আগস্ট। এই সভার প্রধান বক্তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য বিশিষ্ট

নাগপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড দীপঙ্কর রায়

সংগঠক কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কার্লমার্কসকে বিপ্লবের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয়তম নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম নিয়েও কমরেড দীপঙ্কর রায় আলোচনা করেন। তিনি বলেন, একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি আগামী দিনের উন্নততর সমাজের মডেল। সেইরকম একটি দল গঠনের জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বিপ্লবের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় সভা সমাবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে।

৫ আগস্ট সুলতানপুর জেলার বৈন্তিকাতান গ্রামের সভায় প্রধানবক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ বর্মা।

প্রতাপগড় জেলা কমিটির উদ্যোগে ৬ আগস্ট সারসাতপুরের শিবাজি শিক্ষণ সংস্থায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড বেচান আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড ভি এন সিং। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড রামকেদার ভার্মা ও কমরেড পুষ্পেন্দ্র।

জৌনপুর জেলার বদলাপুরে সালতানাত বাহাদুর ইন্টার কলেজের সভাঘরে ৮ আগস্ট স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড ভি এন সিং। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীনেশকান্ত দুবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড জগদীশ চন্দ্র আস্থানা ও কমরেডস্ মোতিলাল, শ্রীপাল দুবে, জগন্নাথ ভার্মা।

এলাহাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে শহরের 'মিরাতা সভাঘরে' ৫ আগস্ট স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড এস কে মালব্য। প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদক কমরেড এম কে শর্মার গুরুতর অসুস্থতার জন্য তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস্ দীপকরঞ্জন ঝা, সুমন শুক্লা ও ইউ পি বিশ্বাস।

কানপুর জেলা সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে সত্যম বিহার কল্যাণপুরে ৮ আগস্ট মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানবক্তা ছিলেন কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড রাজ বালি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড ভালেন্দ্র কাটিয়ার।

পাঞ্জাব

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে ৮ আগস্ট পাঞ্জাবের মোহালিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই পাঞ্জাব ইউনিটের ইনচার্জ কমরেড অবতার সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন কমরেড ডি পি সিং, অধ্যাপক এ ধালিওয়াল, কমরেডস্ গুরজেন্দ্র সিং (মানসা), থানা সিং (পাতিয়ালা), মনু কৌশল (রোপার), জে সিতা (চণ্ডীগড়) এবং ডি এস ও নেতা ইন্দর সিং।

'৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ও '৯০ সালের পরিবহনে ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে

জনসভা

৩১ আগস্ট, বিকাল ৪টা, রানি রাসমণি রোড

মার্ক্সের ক্যাপিটাল

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

(কার্ল মার্ক্সের আমৃত্যু সহযোদ্ধা, সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মার্ক্সের ইতিহাস সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ক্যাপিটালের মূল বিষয়টি সংক্ষেপে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উপস্থিত করার জন্য ১৮৬৮ সালের ১-১৩ মার্চ দুটি অংশে বিভক্ত প্রবন্ধটি রচনা করেন। রচনাটি দুটি ''দেমোক্রাটিশে ওয়াশেনব্লাত'' পত্রিকার ২১ ও ২৮ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মহান এঙ্গেলসের ১০৯তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে সপ্তাহব্যাপী (৫-১২ আগস্ট) এস ইউ সি আই-এর নানা কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এঙ্গেলসের অমূল্য রচনাটির প্রথম অংশের বাংলা অনুবাদ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। শেষ অংশটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী)

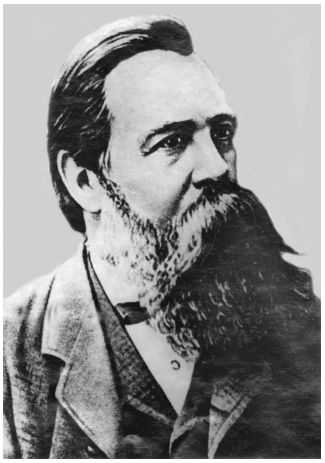

(গত সংখ্যার পর)

আগের প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে, পুঁজিপতি যেসব শ্রমিক নিয়োগ করে তাদের প্রত্যেককে দু-ধরনের শ্রম করতে হয়। তার কর্মদিবসের যে অংশে সে মজুরির সমান মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে দেয়, শ্রমের সেই অংশের নাম মার্কস দিয়েছেন — আবশ্যিক শ্রম। কিন্তু তার পরও তাকে কাজ করতে হয়; কাজের এই সময়টাতেই সে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে। এরই একটা বড় অংশ হল মুনাফা। (বাকি অংশ প্রধানত পুঁজি হিসাবে আবার নিয়োজিত হয়। এছাড়া থাকে পুঁজিপতির দেয় কর, শুল্ক, মাশুল ইত্যাদি — স.গ) শ্রমের এই অংশটা হল উদ্বৃত্ত শ্রম।

ধরা যাক, শ্রমিক নিজের মজুরির সমান মূল্যের পণ্য উৎপাদন করার জন্য সপ্তাহে তিনদিন কাজ করে, আর বাকি তিনদিন কাজ করে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করতে। অন্যভাবে বললে, এর মানে দাঁড়ায় দৈনিক বারো ঘণ্টার কর্মদিবসের ছ'ঘণ্টায় সে তার মজুরির সমান মূল্য উসুল করে দেয়, বাকি ছ'ঘণ্টা কাজ করে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্য। সপ্তাহে পাওয়া যায় ছ'টা দিন, এমনকী রবিবার ধরলেও সাত দিনের বেশি নয়। কিন্তু প্রত্যেক দিন ছয়, আট, দশ, বার, পনের ঘণ্টা এমনকি তার চেয়েও বেশি শ্রম আদায় করা যায়। দৈনিক মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে একটি কর্মদিবস বিক্রি করে। কিন্তু একটি কর্মদিবস কতক্ষণের? আট ঘণ্টা, নাকি আঠারো?

পুঁজিপতিদের স্বার্থ হলো কর্মদিবসটা যতটা সম্ভব লম্বা করা, কর্মদিবস যত দীর্ঘ হবে তত বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হবে। শ্রমিক বোঝে, সঠিকভাবেই বোঝে যে, মজুরির মূল্য উসুল করে দেওয়ার পর, বাড়তি প্রত্যেকটি ঘণ্টা তাকে অন্যায়ভাবে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই সে বোঝে অতিরিক্ত সময় কাজ করার মানে কী? পুঁজিপতি জোর খাটায় নিজের মুনাফা আদায়ের জন্য, শ্রমিক লড়ে তার স্বাস্থ্যের জন্য, দৈনিক কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য; খাটা, খাওয়া ও ঘুম বাদে অন্যান্য কিছু মানবিক কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ব্যক্তিগতভাবে কোন পুঁজিপতি মুনাফা আদায়ের এই লড়াইয়ে নামবে কিনা, সেটা তার সদিচ্ছার ওপর আদৌ নির্ভর করে না। কারণ প্রতিযোগিতার চাপে সবচেয়ে মানবদরদী পুঁজিপতিও অন্যান্য পুঁজিপতিদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদেরই মতো দীর্ঘ কর্মদিবস চালু করতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম যেদিন স্বাধীন শ্রমিক দেখা দিয়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কর্মদিবসের সময় সীমা নির্ধারণের সংগ্রাম চলছে। নানাধরনের ব্যবসা ও শিল্পে নানা দৈর্ঘ্যের কর্মদিবস প্রচলিত প্রথা হিসাবে চালু আছে; কিন্তু বাস্তবে কদাচিৎ তা মেনে চলা হয়। যেখানে আইন করে কর্মদিবসের সময়সীমা নির্ধারণ করা আছে, এবং তার উপর আইনি নজরদারি আছে একমাত্র সেখানে সত্যসত্যই স্বাভাবিক সময়ের কর্মদিবস চালু আছে বলা যায়। এখনও পর্যন্ত একমাত্র ইংল্যান্ডের ফ্যাকট্রি ডিস্ট্রিক্টগুলিতেই এমন ব্যবস্থা আছে। সেখানে নারীশ্রমিকদের জন্য এবং তের থেকে আঠারো বছরের কিশোর ও তরুণদের জন্য দশ ঘণ্টার কর্মদিবস (সপ্তাহের পাঁচ দিন সাড়ে দশ ঘণ্টা করে আর শনিবার সাড়ে সাত ঘণ্টা) নির্ধারিত হয়েছে। আর, যেহেতু এদের বাদ দিয়ে পুরুষ শ্রমিকরা কাজ করতে পারে না তাই তারাও পড়েছে দশ ঘণ্টার কর্মদিবসের আওতায়। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকরা বছরের পর বছর বহু কষ্ট সহ্য করে, কারখানা-মালিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে এই আইন আদায় করেছে। বাক্ স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ হওয়া ও সভা-সমিতি করার অধিকার এই সংগ্রামে তাদের সহায়ক হয়েছে এবং এই সংগ্রামে শ্রমিকরা খোদ মালিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধকে অত্যন্ত নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। এই আইন ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের কাছে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একে একে শিল্পের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এই আইনের আওতায় এসেছে। গত বছর (১৮৬৭) এই আইন সকল শিল্পে, অন্তত যেসব শিল্পে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হয়, সেই সমস্ত শিল্পে প্রযোজ্য হয়েছে। আলোচ্য বইতে (অর্থাৎ মার্কস-এর 'পুঁজি' গ্রন্থে — স.গ) ইংল্যান্ডে কর্মদিবসের সময়সীমা নির্ধারণের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর জার্মানির রাইখস্টাগের (জার্মানির পার্লামেন্ট — স.গ) পরবর্তী অধিবেশনে কারখানা এবং কারখানার শ্রম সংক্রান্ত আইনকানুন সম্পর্কে আলোচনা হবে। জার্মান শ্রমিকরা যেসব প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে সেখানে পাঠিয়েছেন, আশা করি তাঁরা **মার্ক্সের** এই বইটি খুব ভালোভাবে না পড়ে খসড়া আইনটি নিয়ে আলোচনা করতে যাবেন না। **এই বইটি তাদের জ্ঞানকে প্রখর করবে।** শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিভেদ এখানে (জার্মানিতে — স.গ) শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যতটা অনুকূল ইংল্যান্ডে কখনও ততটা ছিল না। কারণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার ফলে শাসকশ্রেণীকে বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করতে হচ্ছে। (বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগের মতো নির্বাচনে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কারচুপির ব্যাপক প্রচলন তখনও হয়নি। — স. গ) এই অবস্থায়, শ্রমিক প্রতিনিধিরা যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে জানে, সর্বোপরি বুর্জোয়ারা যা জানে না সেই মূল কথাটা তারা যদি জানে তবে শ্রমিকশ্রেণীর চার-পাঁচজন প্রতিনিধিও একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যদি তাঁরা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলতে চান তবে মার্ক্সের বইটি তাঁদের হাতে একেবারে শান দেওয়া হাতিয়ার তুলে দেবে।

বইটির পরবর্তী যেসব অধ্যায়ে গভীরতর তাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে সেগুলি পার হয়ে আমরা এসে দাঁড়াব শেষ অধ্যায়ে, যেখানে পুঁজিসঞ্চয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই সর্বপ্রথম দেখানো হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়, অর্থাৎ যেখানে একদিকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে মজুরি শ্রমিকের মাধ্যমে উৎপাদন হয়, সেখানে পুঁজিপতিদের জন্য ক্রমাগত বেশি বেশি পুঁজি সৃষ্টি হয়, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ক্রমাগত বাড়তে থাকে শ্রমিকদের দারিদ্র্যও। ফলটা দাঁড়ায় এমন যে, জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ, সমস্ত কাঁচামাল এবং উৎপাদনের সকল হালহাতিয়ারের মালিক পুঁজিপতিদের সম্পদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে, অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমিক প্রাণধারণের উপযোগী উপকরণটুকুর জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, যা দিয়ে বড়জোর কোনমতে নিজেদের কর্মক্ষম রাখা এবং কর্মক্ষম প্রলেতারিয়েতের বংশ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পুঁজি নিজেই বহুগুণ ফুলে ফেঁপে ওঠে কেবল তাই নয়, এর দ্বারা নিঃস্ব শ্রমিকদের ওপর পুঁজির আধিপত্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুঁজি যেমন ক্রমাগত বেশি বেশি হারে বাড়তে থাকে, তেমনই আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে সম্পত্তিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ''...পুঁজিসঞ্চয়ের ফলে পুঁজি-সম্পর্ক ক্রমবর্ধমানহারে পুনরুৎপন্ন হতে থাকে, যার এক প্রান্তে আরও বেশি সংখ্যক পুঁজিপতি অথবা বেশি পুঁজির মালিকরা, অন্যপ্রান্তে আরও বেশি সংখ্যক মজুর। সুতরাং পুঁজির সঞ্চয় মানেই হল সর্বহারার সংখ্যাবৃদ্ধি।'' অথচ যন্ত্রপাতির ক্রমাগত উন্নতি, উন্নত থেকে উন্নততর কৃষি ইত্যাদির ফলে যেহেতু একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে ক্রমাগত কম সংখ্যক শ্রমিক দরকার হয়, তাই ক্রমাগত উন্নততর যন্ত্রের প্রচলন শ্রমিকের প্রয়োজন কমায়। যে হারে পুঁজিবৃদ্ধি ঘটে, শ্রমিকের প্রয়োজন যেহেতু তার চেয়ে বেশি হারে কমে, তাই প্রশ্ন ওঠে — এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের পরিণতি কী! তারা পরিণত হয় শিল্পক্ষেত্রের জন্য মজুত এক বেকারবাহিনীতে। অর্থনীতিতে মন্দা পুরোপুরি দেখা দিলে বা তেজিভাব মন্দার দিকে গড়ালে পুঁজিপতিরা এই মজুতবাহিনী থেকে, শ্রমের মূল্যের চেয়ে (অর্থাৎ জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণগুলির মূল্যের চেয়ে — স.গ) কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে অথবা ঠিকায় অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করে, না হয় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় সরকারি সাহায্যের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যখন খুব তেজি থাকে তখনও এই মজুত বেকারবাহিনী পুঁজিপতিদের কাছে যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তারই প্রমাণ। কিন্তু সব পরিস্থিতিতেই পুঁজিপতিরা এই মজুতবাহিনীকে কাজে লাগায় স্থায়ী শ্রমিকদের প্রতিরোধের শক্তি ভাঙতে এবং তাদের মজুরি কমিয়ে রাখতে।

''সামাজিক সম্পদ যত বাড়ে...তুলনামূলকভাবে ততই বাড়ে কর্মহীন উদ্বৃত্ত মানুষের সংখ্যা, অর্থাৎ শিল্পের মজুতবাহিনীর কলেবর। আবার, কাজে নিযুক্ত (স্থায়ীভাবে) শ্রমিকসংখ্যার অনুপাতে এই মজুতবাহিনী যত বাড়ে ততই সংহত (স্থায়ী) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা হল শ্রমিকদের সেই স্তর, যাদের জীবনযন্ত্রণা কর্মরত শ্রমিকের শ্রমের কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি। কর্মরত শ্রমিকের শ্রমযন্ত্রণা যন্ত্র প্রচলনের ফলে যে হারে কমে, উদ্বৃত্ত মজুত শ্রমিকবাহিনীর জীবনযন্ত্রণা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। শেষপর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর এই দুর্দশাগ্রস্ত অংশ ও শিল্পের মজুতবাহিনী যত ব্যাপক হয়, ততই সমাজে নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা বাড়ে যেটা সরকার অস্বীকার করতে পারে না। এটাই হল পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের অবিচ্ছেদ্য সাধারণ নিয়ম'' (ক্যাপিটাল, খণ্ড ১)।

এই হল আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কয়েকটি মূল নিয়ম যা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত এবং সরকারি অর্থনীতিবিদেরা একে খণ্ডন করার চেষ্টাটুকুও সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এটাই কি সব? একেবারেই না। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কুফলগুলি মার্ক্স চিরে চিরে দেখিয়েছেন, সাথে সাথে একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সমানভাবে, মানুষের মতো বিকাশের জন্য উৎপাদিকা শক্তির যতখানি অগ্রগতি দরকার, সেই পর্যায়ে পৌঁছবার জন্য পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। অতীতের সমস্ত সমাজব্যবস্থাগুলি এই লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে ছিল বড়ই দরিদ্র। এজন্য যতখানি সম্পদ, উৎপাদিকা শক্তির যতদূর বিকাশ প্রয়োজন পুঁজিবাদই প্রথম তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে সংখ্যায় বিপুল নিষ্পেষিত শ্রমিকদের যারা একটা সামাজিক শ্রেণী; যে সামাজিক শ্রেণী ক্রমেই এই সামাজিক সম্পদ ও উৎপাদিকা শক্তির উপর অধিকার কায়েম করার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হবে, যাতে আজ এগুলি যেমন একচেটিয়া মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজে লাগানো হচ্ছে, তার বদলে সমগ্র সমাজের স্বার্থে এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

এস ইউ সি আই-এর ওয়েবসাইট

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে একটি ওয়েবসাইট

www.suciweb.org

সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য দলের বিপ্লবী আদর্শ, বিশেষ করে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এযুগের অন্যতম অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই মুহূর্তে কমরেড শিবদাস ঘোষের ৭টি প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত প্রলেটারিয়ান এরার সংখ্যাগুলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রতি মাসের ২ ও ১৬ তারিখে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে নতুন তথ্য যুক্ত করা হবে। ওয়েবসাইটের উন্নতিকল্পে পরামর্শ ও প্রস্তাব কাম্য।

বিহারে বন্যা

কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ

বিহারে এবারের বন্যা সমস্ত পুরনো রেকর্ডকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে — সে যেমন মানুষের মৃত্যুর সংখ্যায় তেমনি প্লাবনের ব্যাপ্তিতে। ৩৭টি জেলার মধ্যে ১৯টি ভেসে গেছে। মানুষ তিনদিন পর্যন্ত গাছের উপর বাস করেছে, খিদের জ্বালায় গাছের পাতা চিবিয়েছে। স্থানীয় সমাজসেবী কর্মীরা অবশেষে তাদের উদ্ধার করেছেন। এরপর ক্ষুধার্ত মানুষ ত্রাণের দাবিতে ফেটে পড়ে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করেছে, তার মধ্যে আছে দশ বছরের এক কিশোর।

প্রতিবারেই বন্যার পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এটাতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এবার বিহারবাসীর নতুন প্রাপ্তি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদের বাণী। বন্যার্ত মানুষদের প্রতি ন্যূনতম সমবেদনাও তিনি জানাননি; বরং বিপন্ন মানুষগুলিকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন, ''বন্যার জলে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর মাছ, ধরো আর আরাম করে খাও।'' যেন বন্যায় দুঃখকষ্ট নেই, তা গরিবের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর্ত মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বাণী যে কী ধরনের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠিক একইভাবে, মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং রাজ্য জলসম্পদ মন্ত্রী জগদানন্দ সিংহ সব দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের ক্ষমতার বাইরে।' অর্থাৎ বন্যা হবে, মানুষ মরবে, যারা বেঁচে যাবে তারাও না খেতে পেয়ে মরবে, মহামারীতে মরবে, সরকারের কিছু করার নেই।

কারণ, সরকারের নাকি টাকা নেই। গত কয়েক দশক ধরে কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ শুনেছে রাজ্যবাসী। এবং বাস্তবে সেই বঞ্চনা ছিলই। জনস্বার্থ পদদলিত করার প্রশ্নে কী কংগ্রেস কী বিজেপি কেউ কারও চেয়ে খাটো নয়। কিন্তু কেন্দ্রে এখন স্বয়ং লালুপ্রসাদ মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লালুপ্রসাদ বিহারে বন্যাত্রাণের নামে বেশ ভাল পরিমাণ টাকাই বাগিয়ে এনেছেন। কিন্তু সেই টাকা নিয়ে তারা আড়াই কোটি বন্যার্তের জন্য যা করছে তাতে কি অসহায় রাজ্যবাসীর প্রতি সত্যিই কোন দরদবোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে?

না, দরদবোধের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সরকারি নেতা-নেত্রী সহ প্রশাসনের কোন স্তরেই। কোটি কোটি টাকা ঢুকছে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের পকেটে। আর বিপন্ন মানুষগুলির কপালে হয় কিছুই জুটছে না, নয়তো মিলছে খাওয়ার অযোগ্য সামগ্রী। ১৯টি প্লাবিত জেলার প্রায় আড়াই কোটি মানুষের খাদ্য সরবরাহের জন্য বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা। এটা সরকারি সূত্রেই প্রাপ্ত তথ্য। সেই টাকার একটা অংশ দিয়ে ছাতু কেনা হয়েছে। প্রতি ১ কেজি প্যাকেটের উপর লেখা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ দ্রব্যটি প্রস্তুত এবং প্যাকেট করেছে হাজারিবাগের (ঝাড়খণ্ডের) 'অগ্রসেন ফুড প্রোডাক্টস'। অথচ 'সংকট নিরসন দপ্তরে'র রিপোর্ট হল — এ ধরনের সংস্থার কোন অস্তিত্বই বাস্তবে নেই। এবং ঐ ছাতু খাওয়ারও অযোগ্য। সেটাও কেনা হয়েছে বাজারের চেয়ে বেশি দামে। এভাবে প্রায় ৪৩৮ কুইন্টাল ছাতু বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বোঝা যায়, পুরো ব্যাপারটাই একটা জালিয়াতি। সমস্তিপুরে রয়েছে বিহারের বৃহত্তম ছাতু, মশলা, গুড় ও তামাকের কারখানা এবং এখান থেকেই দানাপুরের সেনা-ক্যান্টনমেন্টে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। পাটনা-সমস্তিপুর সড়কটিও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি। তবু সমস্তিপুর থেকে ছাতু না কিনে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ থেকে খাওয়ার অযোগ্য ছাতু বেশি দামে কেন কেনা হল তার কোন জবাব মেলেনি।

শুধু তাই নয়, যে ২২০৪ কুইন্টাল লবণ কিনে বিতরণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এগুলি আয়োডিন যুক্ত লবণ। কিন্তু দেখা গেছে, এগুলি 'তাজা' ছাপওয়ালা খাওয়ার অনুপযুক্ত লবণ। পাটনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের যুক্তি, অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য লবণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর আরও মোক্ষম যুক্তি ঃ ''রাজ্য যখন এত বিপুল পরিমাণ জিনিস কিনছে তখন আপনি নিখুঁতভাবে সবকিছু আশা করতে পারেন না।'' অর্থাৎ বেশি জিনিস কিনলে যত অখাদ্য কুখাদ্য সব চালিয়ে দেওয়া যায়। এবং তাই বন্যার্তদের সরবরাহের জন্য যে দেশলাই ও মোমবাতি কেনা হয়েছে সেখানেও অত্যন্ত নিম্নমান ধরা পড়েছে। হাতে ধরলেই দেশলাই বাক্সগুলো ভেঙে পড়েছে, মোমবাতিগুলো ফেটে গিয়েছে। এবং এইসব মালপত্র যে ব্যাগগুলিতে ভরা হয়েছে সেগুলিও এত নিম্নমানের যে সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে গেছে। অর্থাৎ বন্যাত্রাণের পুরো বিষয়টাই জালিয়াতি। বিপন্ন মানুষকে রক্ষা নয়, এই মানুষগুলিকে উপলক্ষ করে বন্যাত্রাণের টাকা কে কত পকেটে ঢোকাতে পারে আমলাদের মধ্যে চলে তারই প্রতিযোগিতা। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রীরা এদের প্রশ্রয় দেন। কারণ, তাঁরাও বখরা পান, তাঁরাও জনগণের অর্থ পকেটস্থ করেন। (পশুখাদ্য কেনার নামে কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করেছেন বলে বিহারের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছে)।

বন্যা প্রতিরোধে পরিকল্পনা তৈরির জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে, পরিকল্পনা তৈরিও হয়েছে, কিন্তু সবই ফাইল বন্দী, রূপায়ণের জন্য ন্যূনতম অর্থও বরাদ্দ করা হয়নি। যেখানে আগের সরকারগুলি বন্যা প্রতিরোধী কার্যক্রমের জন্য বছরে ৩০-৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করত সেখানে গত দু-তিন বছরে দেখা যাচ্ছে বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র ১০-১২ কোটি। তাছাড়া রাজ্য জলসম্পদ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের প্রায় ১১৬টি পদ খালি পড়ে আছে দীর্ঘকাল, লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ৩৫০ জন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে ৭৫ জনকে অন্য বিভাগে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কাজের লোকের অভাব। গত সাড়ে তিন বছরে ২০ জন ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করা হয়েছে। এবং গত ১ দশকে প্রায় ১০০ জনকে খুন করা হয়েছে। অবাধ মাফিয়া রাজত্বে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। নিরাপত্তা নেই। ফলে তাঁরা যে সততা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করবেন তার উপায় নেই। সরকার সব জেনেও নীরব। অপহরণকারী খুনি ক্রিমিনালদের সঙ্গে নেতা মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ফলে বন্যা প্রতিরোধের পরিকল্পনা ফাইলবন্দী থাকবে। বছর বছর বন্যা হবে। মানুষ মরবে, ভাসবে। আর ত্রাণের নামে নেতা-মন্ত্রী আমলারা পকেট গোছাবে। ফি বছরের এ এক উৎসব তাদের কাছে। মানুষ সবসময় নির্বিবাদে এসব মেনে চলবেন, তা হতে পারে না, প্রতিবাদ প্রতিরোধের মিছিলে তারা সামিল হবেনই। বিপন্ন মানুষের বাঁচার সেটাই একমাত্র রাস্তা।

সিটু জাগিয়াছে !

মহাসমারোহে হৈ হৈ করিয়া রাজ্যব্যাপী দুই ঘণ্টার রেল অবরোধ হইয়া গেল। আশার কথা, রেল হকারদের লইয়াই হউক আর যাহা লইয়াই হউক, সিটু নেতৃত্বের অবশেষে দীর্ঘদিনের রিপ ভ্যান উইংক্‌ল মার্কা ঘুম ভাঙিয়া শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থে আন্দোলনে নামিবার কথা মনে পড়িয়াছে, এবং শুরুতেই একেবারে জঙ্গি আন্দোলনের অভিঘাত! পাঁচ মিনিট নহে, দশ মিনিট নহে, একেবারে ঝাড়া দু-দুটি ঘণ্টা রেল অবরোধ! রেল লাইনে গরু কাটা পড়িলে বা লেভেল ক্রসিং-এ লরি বিকল হইবার কারণে হামেশাই দুই-তিন ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি? কাহারও বিন্দুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া তো আর আন্দোলন করা যাইবে না। তাহা হইলে আবার বিনিয়োগকারীদের নিকট ভুল সংকেত যাইবে। এতদিন পরে হঠাৎ চড়চড় করিয়া পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নয়ন শুরু হইয়াছে তাহা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে। অতএব সকলকে নাওয়াইয়া-খাওয়াইয়া, অফিস-ইস্কুলে পাঠাইয়া ভর দুপুর বেলায় একেবারে মার মার কাট কাট লড়াই। আর তাহারই বা কী সৃজনশীলতা। কী অভিনব বৈচিত্র্য! কোনো ছেলেমানুষী কাণ্ড নহে। রীতিমতো পাঁজি-পুঁথি দেখিয়া স্টপওয়াচের বোতাম টিপিয়া দিবা ঘঃ ১২-৩০টায় আরম্ভ ও দিবা ঘঃ ২-৩০টা গতে নিবৃত্তি। আর তাহার পরেই সব ভোঁ ভাঁ। কী মজা! কোথাও কিছু অসুবিধা হইল না। কেহ কিচ্ছুটি টের পাইল না। কিন্তু ফাটাফাটি শ্রমিক আন্দোলনের অভিঘাতে লালুপ্রসাদ, মনমোহন সিংহ, টাটা-বিড়লা-আম্বানি-হিন্দুজা মায় বুশ-ব্লেয়ারের অন্তরাত্মা পর্যন্ত থরথর কারিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হে বঙ্গীয় শ্রমিক শ্রেণী! আর ভয় নাই। সিটু জাগিয়াছে। নিদ্রিত দৈত্যের ঘুম ভাঙিয়াছে। আর দেরি নাই। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আসিয়া পড়িল বলিয়া। যে সকল নিন্দুক এতদিন কুৎসা করিতেছিল যে, সিটু এখন শ্রমিক আন্দোলন ছাড়িয়া মালিকশ্রেণীর ভজনা করিয়া নেতাদের আখের গুছাইবার এবং শ্রমিকশ্রেণীকে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের এইবার থোঁতা মুখ ভোঁতা।

না হইবেই বা কেন? এ তো আর কাঁচা কাজ নহে! ঝানু মস্তিষ্কের কারবার। হিসাবে কোনো ভুলচুক নাই। চটকল, কাগজকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ইস্পাত শিল্প, চা-বাগান সর্বত্র শ্রমিক না খাইয়া মরিতেছে। কিন্তু সেসকল স্থলে আন্দোলন করিতে গেলে গোলাপ ফুল প্রেরণকারী প্রিয়বান্ধব মালিককুল চটিবেন। আর তাহারা বিগড়াইলেই বেঘোরে গদি খোয়াইবার সম্ভাবনা। এমনকি কলিকাতার হকারদের দাবি লইয়া আন্দোলন করিতে গেলেও যে আবার কলিকাতারই পথ অবরোধ করিয়া নিজেদেরই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হয়। তাহাই বা হয় কি করিয়া? কিন্তু এদিকে আবার পেট্রোল ডিজেলের দাম কয়েক দফা বাড়িয়া আবার বাড়িতে চলিয়াছে; গ্যাসের দাম, বিদ্যুতের দাম বাড়িবে, পি এফ-এর সুদ কমিয়া গেল, মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া। মানবিক সংস্কারের দানবিক দাপটে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা আর কিছুতেই ভালো দেখাইতেছে না। কারণ, কংগ্রেসের গলা জড়াইয়া সরকার তৈয়ারি করা লইয়া দলের অভ্যন্তরে গোলমাল উঠিলে ধামাচাপা দিবার জন্য বলা হইয়াছে 'তেমন দেখিলে আমরা কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না।' তাই, আমরা যে কিছুই করিতেছি না তাহা নহে — এই বুঝ দিবার জন্য অগত্যা ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষতক রেল হকারদের দাবি লইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে ঘড়ি ধরিয়া দুই ঘণ্টা ঘোরতর আন্দোলন। 'বৃহৎবুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণী' বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলিতেছেন, রেলমন্ত্রক রেল হকারদের দাবি না মানিলে ডিভিশনাল ম্যানেজার কি করিবেন? আর রেলমন্ত্রক, শ্রমমন্ত্রক সহ গোটা কেন্দ্রীয় সরকারই তো এখন আর শ্রেণীশত্রু নহে, একেবারে ঘরের মিত্র। তাহাদের চাপ দিয়া দাবিটুকু আদায় করিয়া লইলেই তো আর দুই ঘণ্টা কেন দুই সেকেন্ডও রেল অবরোধ করিতে হয় না। কারণ পুলিশকে না হয় ম্যানেজ করা গেল, কিন্তু ভাদ্দর মাসের রোদ! গদির মোহে কত আগুনখোর বিপ্লবীর তেজ মরিল, কিন্তু ভাদুরে রোদের গদির মোহ নাই, তাই তেজ মরে নাই। বেমক্কা লাগিয়া গেলেই সর্দিগর্মি। কেন্দ্রে যখন যাহা করিয়াই হউক অবশেষে একটা প্রগতিশীল বামপন্থী সমর্থিত সরকার খাড়া করিতে পারা গিয়াছে তখন আর খামকা দুই ঘণ্টাই বা রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া মহাপ্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কেন? অনেকে আবার ইয়ার্কি দিয়া বলিতেছেন যে, এত করিয়াও যখন কেন্দ্রের টনক নড়িল না তবে এইবার রাত বারোটা হইতে ভোর চারিটা পর্যন্ত বন্‌ধ ডাকা হউক। শিবরাত্রির নিশিপালন আর কী! দুই-এর বদলে চার ঘণ্টা। রক্তক্ষয়ী শ্রমিক আন্দোলনের একেবারে ডবল ডোজ। কিন্তু এই সকল কুৎসা, অপপ্রচার ও চক্রান্তের জবাব কোন কালেই দেওয়া হয় নাই, আজও হইবে না।

ইহা দেখিয়া আবার বিরোধীরা কেহ যদি মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এখন রাজ্যের বিরুদ্ধে না হউক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্তত সকলেই আন্দোলন করিতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি কিন্তু ভুল করিবেন। কারণ বনধ, অবরোধ আন্দোলন ইত্যাদি লইয়া দলের সর্বশেষ প্লেনামে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ সরকারি বামপন্থীরা বন্‌ধ অবরোধ করিলে তাহা জনগণের স্বার্থে, রাজ্যের উন্নতির পরিপূরক। তাই তখন পুলিশও আসিবে না, সরকারি বাসও বাহির হইবে না, কর্মচারীদের ছুটিও কাটা হইবে না। কিন্তু একই দাবিতে বিরোধী বামপন্থী দল আন্দোলন করিতে গেলেই কিন্তু সর্বনাশ! উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইবে, বিনিয়োগকারীদের গোঁসা হইবে, শান্ত পশ্চিমবঙ্গ অশান্ত হইয়া উঠিবে। আরও কত কিছু যে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন এ সকল কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না। একেবারে পিটাইয়া ছাতু করিয়া দেওয়া হইবে। ভোটে জেতাই বলুন, আন্দোলন পেটানোই বলুন আর আন্দোলনের নামে চিৎপুরের যাত্রাই বলুন সকল কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র পার্টিরই অধিকার। সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে সৃজনশীল মার্কসবাদের সিপিএম সংস্করণ। ইহারই অক্ষয় পরমায়ু এবং দিনে দিনে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভের গুপ্ত রহস্যটা লইয়াই না দেশে-বিদেশে গবেষণার ধূম পড়িয়া গিয়াছে! অবশ্য এই সকল গবেষকরাও তো আবার কেহ হেঁজি-পেঁজি পণ্ডিত নহেন। তাই তিরিশ বৎসরের পূর্বে গবেষণার ফল জানিতে চাহিয়া তাঁহাদের লজ্জা দিবেন না।

ফাঁসি নিয়ে মিডিয়ার হৈ চৈ

খুন ও ধর্ষণের আসামী ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়ে গেল ১৪ আগস্ট। ফাঁসি হওয়া উচিত, নাকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড — এই বিতর্কে দীর্ঘ কতগুলো দিন সকলেই প্রায় মেতে উঠেছিল। ঠিকমত বললে বলতে হয়, মাতিয়ে তোলা হয়েছিল। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বিবৃতি দেন সংবাদমাধ্যমের কাছে, তো, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পাল্টা বিবৃতি দেন ফাঁসির পক্ষে। একটি সংবাদপত্রের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী পত্নী মীরা দেবী ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে রীতিমত সভা করেন এবং সেই সভায় ফাঁসুড়ে নিজে গরম বক্তৃতাও দেন। সংবাদমাধ্যমগুলি তো অনেক আগেই আসরে নেমে পড়েছিল। তারা এসব কিছুকে ফলাও প্রচার করতে থাকে। দিনের পর দিন তারা ছাপতে থাকে ফাঁসুড়ের সাক্ষাৎকার, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত এবং ধনঞ্জয় ও তার পরিবারের প্রতিমুহূর্তের প্রতিক্রিয়া। প্রাণদণ্ড থাকা উচিত কি না, এ প্রশ্নটির যে গুরুত্বই থাক, সংবাদপত্র একে একটা হুজুগে পরিণত করে। বাতাবরণটা এমন তৈরি করা হয় যেন এদেশে এ রাজ্যে মানুষের আর কোন জীবনযন্ত্রণা নেই, সমস্যা নেই। শুধু এই ফাঁসিটুকু হওয়ার বা না হওয়ার উপরেই যেন অনেক কিছু নির্ভর করছে। আসলে অনেক সমস্যাকে আপাতত চাপা দিতেই এই বাতাবরণটি গড়ে তোলা হয়েছিল। তাই ফাঁসির পর সংবাদপত্রে এ প্রসঙ্গ আর নেই। এখন অলিম্পিক।

'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হোক, এতবড় অপরাধীর ফাঁসিই উপযুক্ত শাস্তি' — একথা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কণ্ঠেই শোনা গেছে। অপরাধ দমনে তাঁরা যেন কত তৎপর — সেটাই নানাভাবে তাঁরা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই তৎপরতা সত্যিই কি আন্তরিক ? সত্যিই কি তাঁরা চান — সমাজ থেকে অপরাধ দূর হোক? তাই যদি হবে, তবে তাঁদের বাস্তব আচরণ ভিন্ন কথা বলে কেন? তাঁরাই তো রাজ্যে ঢালাওভাবে মদের লাইসেন্স বিতরণ করছেন — খাও দাও আর মস্তি কর। বেকার যুবকদের বলছেন, সরকারি লাইসেন্স নিয়ে আইন-মোতাবেক মদের ব্যবসা কর। তাঁরাই বাজারে ছেড়েছেন, 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' — হাল্কা নেশার মদ; রেশন দোকান থেকে শুরু করে মুদির দোকানে লজেন্স বিস্কুটের মতো বিক্রি হবে। এই হাল্কা নেশার মদ খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেলে মানুষ ধরবে কড়া নেশার মদ। সরকারের তাতে আয় বাড়বে। পাশাপাশি, সিনেমায় টিভিতে বিনোদনের নামে যৌনতা ও হিংস্রতার ছড়াছড়ি। ধর্ষণ ও খুনের নৃশংসতা দর্শক যাতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে — তারই ব্যবস্থা। গ্রামে গঞ্জে মূলত সরকারি দল ও পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় রমরমিয়ে চলছে ভিডিও পার্লার। সিনেমা ও ভিডিওতে চলছে কুৎসিত ব্লু-ফিল্ম। টিভির পর্দায় ও রাস্তাঘাটে বিজ্ঞাপনের নামে নগ্ন নারীদেহের প্রদর্শনী চলছে। এছাড়া আছে পর্ণোগ্রাফির প্রকাশ্য ব্যবসা। সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে যৌনতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা। এইসব মিলিয়ে মানুষের জান্তব প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। শিশু-কিশোর-যুবকের মধ্যেকার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বাঁধনগুলোকে আলগা করে দেওয়া হচ্ছে; খুন, ধর্ষণ — এগুলো যেন এখন আর কোন অপরাধের পর্যায়েই পড়ে না, জলভাত। ধনঞ্জয় তৈরি হবে না? হচ্ছেই তো। আর এইভাবে মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করে শাসক দলগুলি এদেরকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করছে। ভোটে বুথ দখল করতে, বিরোধী দলের সংগঠন ধ্বংস করতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এই ক্রিমিনালদের কাজে লাগানো হচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, যা খুশি করার ছাড়পত্র পেয়ে যায় এরা। সরকারি দলের ছত্রছায়া এদের আশ্রয়, পুলিশের সঙ্গে এদের ওঠাবসা। অতএব ভয় কাকে? এক ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছে, কিন্তু হাজারো ধনঞ্জয় যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাদের হুমকিতে অত্যাচারিত পরিবারগুলিকে মুখে কুলুপ আঁটতে হচ্ছে! ফলে অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে শাসক নেতাদের হুংকার বা বিবৃতি সবই লোকদেখানো, লোক ঠকানো।

আবার যে সংবাদমাধ্যমগুলি ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে, ফাঁসির পক্ষে ও বিপক্ষে নানান মতামত নিয়ে এত তোলপাড় তুলল, তারা সমাজে মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সত্যিই কি কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে? বরং উল্টোটাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সংবাদমাধ্যমগুলির তত্ত্বই হল, সবকিছু উন্মুক্ত ও অবাধ করে দাও, মানুষই নাকি ভালটা বেছে নেবে। ফলে সংবাদমাধ্যমে যৌনতা ও হিংস্রতা অবাধে দেখানো হচ্ছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র এমন সব বিজ্ঞাপন ও ছবি ছাপছে যা বাস্তবে পর্ণোগ্রাফি। নগ্ন নারী-পুরুষের দেহ ইত্যাদি যেমন ছাপা হচ্ছে, তেমনি পরিবেশিত হচ্ছে প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দেওয়া রম্যরচনা। মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগরিত ও বিকশিত করার যতটুকু দায়িত্ব সংবাদপত্রগুলি পালন করত, আজ সেটুকু দায়িত্বও তারা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, নেতাজী, আসফাকউল্লার জীবন ও কার্যাবলী — এখন তাঁদের চর্চার বিষয়ই নয়। দিবারাত্র খোলা টিভি'র চ্যানেল এবং সিনেমায় পরিবেশিত হচ্ছে হিংস্রতা ও যৌনতা মিলিয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী। যৌন সম্পর্ক ছাড়া নরনারীর যেন অন্য কোন সম্পর্কই নেই। মানুষের যৌন সম্পর্ককে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে।

ধনঞ্জয়রা অপরাধী হয়ে জন্মায় না। আমাদের সামাজিক বাতাবরণে এদেরকে গড়েপিটে ধর্ষক ও খুনী বানানো হচ্ছে, ক্রিমিনাল বানানো হচ্ছে। সরকারগুলি, সরকারি দলগুলি, সংবাদ মাধ্যমগুলি — সকলে মিলে সামাজিক পরিমণ্ডলটিকে ক্রমাগত আরও আরও বিষময় করে তুলছে। আমরা, আমাদের মা-বোন, আমাদের সন্তানরা তারই শিকার।

এই সমাজটা যে ক্রিমিনালদের সৃষ্টি ও লালন-পালনের উর্বর জমিতে পরিণত হয়েছে — তা এমনি হয়নি। এর পিছনে কাজ করছে মুনাফাসর্বস্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার শিরোমণি পুঁজিপতিশ্রেণী চায় না সমাজে চরিত্র ও জ্ঞানের সাধনা হোক, বিবেক মাথা তুলে দাঁড়াক, সমাজের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যৌবন মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী মশাল তুলে ধরুক। তারা চায় মানুষ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হোক, হীন প্রবৃত্তির দাস হোক, ক্রিমিনাল হোক। আর এই পুঁজিপতি শ্রেণীর নায়েবি করার জন্য যে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতায় বসে, তারা তেমন করেই পরিকল্পনা রচনা করে। মালিকশ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলিও একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। অর্থাৎ সর্বাত্মক পরিকল্পনা মারফৎ হীন প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করা হচ্ছে এবং অহরহ চলছে এই প্রক্রিয়া। ফাঁসি বা কঠোরতম শাস্তিবিধানের ভয় দেখিয়ে সেই পঙ্কস্রোতকে কি প্রতিরোধ করা যায়?

এই বিষাক্ত প্রবাহকে রোধ করতে হলে চাই বিপ্লবী গণআন্দোলনের প্রবল স্রোত এবং উন্নত নীতিনৈতিকতা রুচি সংস্কৃতি ও আদর্শবাদের চর্চা। মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার এই বিকল্প প্রক্রিয়াই সমাজে পচাগলা কদর্যতার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে। এই কদর্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো, লড়বার মতো মন ও চরিত্র তৈরি করতে পারবে। এবং যে পুঁজিবাদী সভ্যতা আমাদের সমাজকে পচিয়ে গলিয়ে ধ্বংস করছে, তারও মৃত্যুঘণ্টা বাজতে পারে এই প্রক্রিয়াতেই।

আন্দোলনের প্রস্তুতিতে চটকল শ্রমিকদের বিশেষ কর্মীসভা

গত ১৫ আগস্ট শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একটি বিশেষ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য এই কর্মীসভায় হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগণার ১১টি জুটমিল থেকে ১০৫জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা কমরেড সনৎ দত্ত। সভার শুরুতে বিভিন্ন চটকল থেকে আগত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কারখানার পরিস্থিতি, মালিকী আক্রমণের বিবরণ এবং আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করেন। নৈহাটী জুট মিল, হেস্টিংস জুট মিল, এলায়েন্স জুট মিল এবং কামারহাটি জুট মিলে শ্রমিক আন্দোলনে ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়। প্রতিটি মিলে কীভাবে মালিকরা শ্রমিকদের বেতন কাটা, 'আউটসোর্সিং'-এর নামে কন্ট্রাক্ট শ্রমিক নিয়োগ করা, গ্রাচুইটি-প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা, কাজের বোঝা চাপানো, শ্রমিকদের ন্যায্য ডি এ-র টাকা না দেওয়া, বোনাস থেকে বঞ্চিত করা এবং সর্বোপরি নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই করছে, তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এবং তীব্র ক্ষোভ প্রতিনিধিদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং কমরেডস্ অমল সেন, কমল ভট্টাচার্য, কাজল সরকার ২০০২-এর কালাচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সিটু, আই এন টি ইউ সি সহ পনেরটি ইউনিয়নের আত্মসমর্পণকারী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বর্তমানে ঐ সব ইউনিয়ন নেতৃত্বের চূড়ান্ত সমঝোতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের উপর পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় এমনকী বহু চটকলে গুণ্ডাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় এক সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতাদের উপর নানা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এমনকী মিথ্যা মামলায়ও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনভিত্তিক বেতনচুক্তি এবং কমবেতনের চুক্তি চালু করার জন্য ওইসব ইউনিয়ন নেতৃত্ব আজ মালিকদের খোলাখুলি দালালি করছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিন্থেটিক চালু করে জুট প্যাকেজিং-এর বরাদ্দ কেটে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছেই। এর বিরুদ্ধেও প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার।

কমরেড সনৎ দত্ত সভাপতির ভাষণে চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক এলাকাগুলিতে সংগ্রাম কমিটি, অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি এবং প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে শ্রমিক কমিটি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, একমাত্র সচেতন সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মালিকশ্রেণীকে পরাজিত করে শ্রমিকরা জয়যুক্ত হতে পারে। আন্দোলনের প্রস্তুতিতে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে — (ক) এলাকাভিত্তিক কনভেনশন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, কারখানায় কারখানায় গণডেপুটেশন দেওয়া; (খ) আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ১ দিনের চটকল ধর্মঘটের প্রস্তুতি গ্রহণ করা; (গ) ব্যাপক পোস্টারিং, গেট সভা, প্রচার ইত্যাদি জোরদার করা; ২৯ সেপ্টেম্বর মহামিছিলের প্রস্তুতি গ্রহণ করা; (ঘ) প্রতিটি ইউনিটে মাসে এক দিন করে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

ভাটপাড়ায় এঙ্গেলস স্মরণসভা

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, মার্কসবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা মহান ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর ১০৯তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার বারাকপুর মহকুমার ভাটপাড়ায় গত ১২ আগস্ট এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে দলের বিভিন্ন লোকাল কমিটি এবং ফ্রন্টের পক্ষ থেকে মহান এঙ্গেলস-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড কমল ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন বর্ষীয়ান শ্রমিকনেতা এবং এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল। প্রধানবক্তা কমরেড সনৎ দত্ত বলেন — এঙ্গেলস শুধুমাত্র মহান মার্কসের অনুগামীই ছিলেন না, মার্কসের চিন্তাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তাঁরও অসামান্য অবদান ছিল। ১৮৪৪ সালে মার্কসের সাথে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। একই চিন্তাধারার দুই মহান ব্যক্তিত্ব মিলিত হন। এরপর তিনি মহান মার্কস-এর সাথে যুক্তভাবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং গোটা ইউরোপে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। পরবর্তীকালে তিনি মার্কসের শুধু অভিন্নহৃদয় বন্ধুই ছিলেন না, 'জিনিয়াস' মার্কসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমনকী একদা ছেড়ে দেওয়া চাকরি পুনরায় গ্রহণ করেন। তখন মার্কস নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও কাজ করছিলেন। প্রচারের আড়ালে, নিঃশব্দে নীরবে এঙ্গেলসের মহান সত্যানুসন্ধানের সাধনা দুনিয়ার গণসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত দুর্লভ এবং শিক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কর্নাটকে

কৃষক ও কৃষি শ্রমিক কনভেনশন

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের কর্ণাটক রাজ্য শাখা, 'রাইথা কৃষি কর্মীকরা সংগঠনে'র (আর কে এস) উদ্যোগে ১২ আগস্ট বাঙ্গালোরের টাউন হলে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের আক্রমণে বিপর্যস্ত কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতেই এই কনভেনশনের আয়োজন।

কনভেনশনের আগে সহস্রাধিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের আবেগদীপ্ত মিছিল সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে স্লোগান দিতে দিতে পথ পরিক্রমা করে। দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকে শত শত গরিব কৃষিজীবী মহিলা সারারাত ট্রেনে এসেও ঐ মিছিলে অংশ নেন। অধিকাংশ মহিলা কোলে ও কাঁধে শিশুসন্তানদের নিয়েই মিছিলে হাঁটেন।

কনভেনশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন — রাজ্য সরকার শোষিত মানুষের স্বার্থবিরোধী ধনতান্ত্রিক পথে চলছে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়। ফলে কোটি কোটি শোষিত জনগণকে অন্য সব পথ ত্যাগ করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে শক্তিশালী ও জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের যথার্থ বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে — যে দল সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দেবে। আর কে এস হচ্ছে সেই সংগঠন যেখানে অনেক নিষ্ঠাবান সংগঠক রয়েছেন। আর কে এসকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

কনভেনশনের প্রধান বক্তা, এ আই কে কে এম এস-এর নেতা কমরেড সত্যবান বলেন — বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শর্ত মেনে এদেশে কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমেরিকা, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কৃষিতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিচ্ছে। তাদের ক্ষেত্রে কেন শর্ত আরোপ করা হচ্ছে না? এর ফলে ভারতবর্ষের কৃষি ফসলের উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ধনী চাষীদের সাহায্য করছে, মরছে গরিব, মধ্য ও প্রান্তিক চাষীরা।

কৃষিপণ্যের দাম কমছে ভারত সরকারের অবাধ আমদানি রপ্তানি নীতির ফলে। ফলে অসহায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের খরচটুকুও ফসল বিক্রি করে পাচ্ছে না। বাঁচার মত কোন পথ না পেয়েই কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। গভীর ব্যথার সঙ্গে তিনি কৃষকদের মর্মান্তিক অবস্থা তুলে ধরেন।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির মধ্যে গরিব মানুষদের ঠকানোর যে ছলনা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। কেন্দ্র সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারকে বলছে 'জমির সিলিং আইন' তুলে দিতে যাতে পুঁজিপতিরা গরিব ও মধ্যচাষীর কাছ থেকে জমি নিয়ে বৃহৎ জোত করে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করে বিপুল মুনাফা লুটতে পারে। তিনি আরও বলেন, সরকার চাষীদের খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে ওষুধ তৈরির গাছগাছড়া ও ফুলচাষ করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের টান পড়বে। তখন আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হতে হবে। তিনি বলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় এই সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের আশাআকাঙ্ক্ষাকে এই সংগঠনই একমাত্র তুলে ধরেছে। ফলে আর কে এসকে শক্তিশালী করলেই যথার্থ চাষী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটক রাজ্য আর কে এস-এর সম্পাদক কমরেড এইচ ভি দিবাকর। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড টি এস সুনীতকুমার এবং রাজ্য ও জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১২ আগস্ট বাঙ্গালোরে রাজ্য কনভেনশনে যোগ দিতে মিছিল করে চলেছেন সহস্রাধিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিক। (উপরে) কনভেনশনের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ।

বন্যা-ভাঙন-খরা দুর্গত মানুষের মিছিল

কেন্দ্রের ও রাজ্যের মন্ত্রীরা যখন বন্যা-ভাঙন ও খরা নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন, তখন মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার মানুষ ১৮ আগস্ট কলকাতায় মিছিল করে ও 'ব্যস্ত' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র জমা দিয়ে জানিয়ে গেলেন, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, মন্ত্রীরা কেবল বক্তৃতা করছেন।

এই মিছিলে সামিল হতে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন আশিউর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ দুই ব্যক্তিত্ব সুখেশ্বর পাল ও প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। বন্যা ও ভাঙনে দুর্গত পরিবারগুলির প্রতি দায়বদ্ধতাই এঁদের পথে নামিয়েছে। দুজনেই বললেন, 'শুধু মিছিলে কাজ হবে না ভাই, ভগবানগোলার শহীদ নহিরুদ্দিনের দেখানো পথেই মরণপণ লড়াই করতে হবে।' একই আহ্বান জানালেন সারা বাংলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষাল। তিনি বলেন, বন্যা-ভাঙন খরায় দুর্গত মানুষদের ত্রাণের দাবি নিয়ে আগে আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মানুষের বাঁচার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি নিয়ে আন্দোলন এই প্রথম। প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতির বর্তমান সময়ে এটা করা সম্ভব। কীভাবে তা হবে, সেই পরিকল্পনা তৈরির জন্য আমরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য-পরামর্শ চেয়েছি, অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি তা বাস্তবায়িত করতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য দরকার তীব্র গণআন্দোলন এবং সেটা করবেন সাধারণ মানুষ। এজন্য সর্বত্র এই কমিটির শাখা গড়ে তোলার জন্য তিনি আবেদন জানান।

মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মুখে গেলে পুলিশ তা আটকায়, ওখানেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক। মেদিনীপুর বন্যা প্রতিরোধ কমিটির পঞ্চানন প্রধান ও মধুসূদন মান্না, বীরভূমের রফিকুল হাসান, কোচবিহারের নৃপেন কার্যী, নদীয়ার সেখ জাকিমুদ্দিন এবং ডঃ শুভাশিষ মাইতি ও শঙ্কর ঘোষ।

ডি ওয়াই ও'র সদস্যপদ গ্রহণে ব্যাপক সাড়া

ডি ওয়াই ও'র ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন আগামী ৩-৫ সেপ্টেম্বর জয়নগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে যুবক-যুবতীদের সংগঠনের সদস্য করা হচ্ছে। সম্মেলনের প্রস্তুতিকে ঘিরে সংগঠনে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু কলকাতায় আড়াই হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী গত ১৫ দিনেই সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। পাড়ায় পাড়ায়, হাটে-বাজারে, ক্লাবে, বস্তিতে সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে।

সরকার ভেবেছিল মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে যুবশক্তির নৈতিক বল ভেঙে দেওয়া যাবে, ভেবেছিল বছরের পর বছর চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর স্বনিযুক্তির ভাঁওতায় যুব সমাজকে আটকে রাখা যাবে। কিন্তু না, যুবকরা ডি ওয়াই ও'র সদস্য হচ্ছে এর প্রতিবাদেই। যুবক-যুবতীদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ডি ওয়াই ও? দিচ্ছে বড় আদর্শ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে যে আনন্দ সেই আনন্দময় জীবনের প্রতিশ্রুতি।

বহু লড়াই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র জয়নগর। সম্মেলন উপলক্ষে এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে এই শহরেরই সন্তান বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের নামে। স্বাধীনতার পর এই শহরেই এদেশের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা। লড়াই আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরে আসন্ন যুব সম্মেলন তাই গভীর তাৎপর্যবাহী।

সকল বেকারের কাজের দাবিতে ও
মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে
এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে
৪র্থ রাজ্য যুব সম্মেলন

শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য নগর (জয়নগর), দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রকাশ্য সমাবেশ
৩ সেপ্টেম্বর, বেলা ২টা, রক্তাখাঁ মাঠ
প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড সৌমেন বসু,
রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এস ইউ সি আই

প্রতিনিধি সম্মেলন
৪ - ৫ সেপ্টেম্বর
বহড়ু হাইস্কুল মাঠ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net